গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪
৭১-৭২ পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
www.dmtcl.gov.bd

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

ক্রম	এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
০১.	এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪*	উড়াল
০২.	এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
০৩.	এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
০৪.	এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
০৫.	এমআরটি লাইন-২		২০৩০	
০৬.	এমআরটি লাইন-৪		২০৩০	পাতাল

* MRT Line-6 বা বাংলাদেশে প্রথম উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও পরবর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বিশেষ উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশের পূর্ত কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসরণে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা MRT Line-6 এর নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন বর্ষের ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের সম্পূর্ণ অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। Under Ground ও Elevated MRT সমন্বয়ে MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। অপর ৪টি মেট্রোরেলের উদ্যোগ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে।

MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ সংশোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। সার্বিক গড় অগ্রগতি ৩০.০৫%। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশের অগ্রগতি ৪৫.৬০%। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের অগ্রগতি ২৩.১২%। নিম্নে প্যাকেজ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদান করা হল:

- **প্যাকেজ-০১ (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ০৯ (নয়) মাস পূর্বে গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- **প্যাকেজ-২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। Depot এলাকার পূর্ত কাজ আগামি ৩০ শে জুন ২০২০ তারিখে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাস্তব অগ্রগতি ৫০.০০%।
- **প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ):** উভয় প্যাকেজের কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল ও আই-গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৭৬৬টি পাইল ক্যাপ এর মধ্যে ৬৪০ টি পাইল ক্যাপ, ৩৯৩টি পিয়ার হেডের মধ্যে ৩৪০টি পিয়ার হেড এবং ৫,১৪৯টি

প্রিকাস্ট সেগম্যান্ট কাস্টিং-এর মধ্যে ৩১৭৯ টি প্রিকাস্ট সেগম্যান্ট কাস্টিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৫.২০ (পাঁচ দশমিক দুই) কিলোমিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫০.৫০%।

- **প্যাকেজ-৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩ টি স্টেশন নির্মাণকাজ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং ও টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। মূল পাইল নির্মাণের নিমিত্ত ২১০টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চের মধ্যে ১৪৯টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫২টি স্থায়ী বোরড্ পাইলের মধ্যে ২৩৭টি স্থায়ী বোরড্ পাইল সম্পন্ন হয়েছে। জাপানের Advance New Technology ব্যবহার করে ১০৪টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশনের মধ্যে ২৭টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি 10.৭৬%।
- **প্যাকেজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণকাজ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কাজ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিসেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং ও টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। মূল পাইল নির্মাণের নিমিত্ত ২৯৮ টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চের মধ্যে 21৬ টি ট্রায়াল ট্রেঞ্চ সম্পন্ন হয়েছে। ৬৫২টি স্থায়ী বোরড্ পাইলের মধ্যে ৩১৬ টি স্থায়ী বোরড্ পাইল সম্পন্ন হয়েছে। জাপানের Advance New Technology ব্যবহার করে ১৩৮ টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশনের মধ্যে ৭০ টি স্ক্রু পাইল ফাউন্ডেশন সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১৫১টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ০৮টি পাইল ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৩.৫৯%।
- **প্যাকেজ-৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম):** ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজ গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজের আওতায় Definitive Design সম্পন্ন হয়েছে। High Voltage Feeder Cable স্থাপনের জন্য টেস্ট পিট খনন সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা রিসিভিং সাব স্টেশন (RSS) নির্মাণ এবং টঙ্গি ও মানিকনগর গ্রীড সাব স্টেশনে Bay নির্মাণের কাজ চলছে। উত্তরা রিসিভিং সাব স্টেশন ও টঙ্গি গ্রীড সাব স্টেশনের Bay মার্চ ২০২০ মাসে চালু করা হবে। রেলপাত ও ১৩২ কেভি ক্যাবলস্ ইতোমধ্যে উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। রেললাইন বসানোর কাজ অক্টোবর ২০১৯ মাসে শুরু হবে। ৩৩ কেভি ক্যাবলস চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। ভায়াডাক্টের উপর বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্মাণ কাজ অক্টোবর ২০১৯ মাসে শুরু হবে। Ballast এবং Turnout Pre-Shipment Inspection (PSI) সম্পন্ন হয়েছে। Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC Switchgear & its components ও Sleepers Pre-shipment Inspection এর জন্য বিভিন্ন দেশে প্রস্তুত আছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০.০০%।
- **প্যাকেজ-৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ]:** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু করা হয়েছে। রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্টের Definitive Design গত ০১ মে ২০১৮ তারিখ এবং Detailed Design ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে। Bogie নির্মাণের কাজ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ জাপানে শুরু হয়েছে। যাত্রীবাহী কোচ (কারবডি) নির্মাণের কাজ ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জাপানে শুরু করা হয়েছে। আগামি ১৫ জুন ২০২০ তারিখ প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট বাংলাদেশে পৌঁছার জন্য নির্ধারিত আছে। মেট্রো ট্রেন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর Integrated Test এবং Trail Run শুরু করা হবে। বাস্তব অগ্রগতি ১৫.০০%।

MRT Line-1 বা বাংলাদেশের প্রথম Underground বা পাতাল মেট্রোরেল

৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: **বিমানবন্দর** রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং **পূর্বাচল** রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং মোট স্টেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড) সংখ্যা ১২টি। **এ রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল রেল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে।** পূর্বাচল রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার। সম্পূর্ণ অংশ এলিভেটেড এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। উভয় রুটের Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic Survey এবং Hydrology Survey সম্পন্ন হয়েছে। Utility Relocation Survey, Topographic Survey ও Geo Survey চলছে এবং ডিপোর Land Acquisition প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP'র অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এ উভয় রুট নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় হবে ৫১,৯০০ কোটি টাকা। গত ২৯ মে ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাপানে মোট ঋণ চুক্তির ৩৮ হাজার ৬ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম Tranche হিসেবে ৩ হাজার ৮ শত ৯৫ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

MRT Line-1: বিমানবন্দর রুট

বিমানবন্দর রুটের এলাইনমেন্ট হল: বিমানবন্দর-বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩-খিলক্ষেত-যমুনা ফিউচার পার্ক-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডা-হাতিরঝিল-রামপুরা-মালিবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর।

MRT Line-1: পূর্বাচল রুট

পূর্বাচল রুটের এলাইনমেন্ট হল: নতুন বাজার-যমুনা ফিউচার পার্ক-বসুন্ধরা-পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি-মাস্তুল-পূর্বাচল পশ্চিম-পূর্বাচল সেন্টার-পূর্বাচল সেক্টর ৭-পিতলগঞ্জ ডিপো।

MRT Line-5: Northern Route

২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং এলিভেটেড ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪ স্টেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড ৯টি এবং এলিভেটেড ৫টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। DPP অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। Engineering Service-এর জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA'র সঙ্গে ৭,৩৫৮ মিলিয়ন ইয়েন-এর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে বর্তমানে Request for Proposal (RFP) মূল্যায়নাধীন আছে। এ রুট নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১ হাজার ২৬১ কোটি টাকা।

MRT Line-5: Northern Route-এর এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর - বালিয়ারপুর - মধুমতি - আমিন বাজার - গাবতলী - দার উস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা।

MRT Line-5: Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১২.৮০ কিলোমিটার এবং এলিভেটেড ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬ টি স্টেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড ১২ টি এবং এলিভেটেড ৪ টি) বিশিষ্ট মেট্রোরেল নির্মাণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই মার্চ, ২০১৯ মাসে সম্পন্ন করা হয়েছে। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ADB এর সঙ্গে গত ২০ মে, ২০১৯ তারিখ সর্বশেষ Aide Memoire স্বাক্ষর করা হয়েছে। PRF-এর আওতায় আগামি ৩৬ মাসের মধ্যে Detailed Design সম্পন্ন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গত ২৮ মে ২০১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবান করা হয়েছে। গত ২৬ জুন ২০১৯ তারিখ ১৮টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EoI দাখিল করেছে। এ রুট নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। গত ২৫ জুন ২০১৯ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে TAPP'র অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। TAPP'র মোট ব্যয় ৩৯৭৮৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে PA ২৮০২১ লক্ষ এবং GoB ১১৭৬৬ লক্ষ টাকা।

MRT Line-5: Southern Route-এর রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী-টেকনিক্যাল-কল্যাণপুর-শ্যামলী-কলেজ গেইট-আসাদ গেইট-রাসেল স্কয়ার-পান্থপথ-সোনারগাঁও-হাতিরঝিল-নিকেতন-রামপুরা-আফতাব নগর পশ্চিম-আফতাব নগর সেন্টার-আফতাব নগর পূর্ব-দাশেরকান্দি।

MRT Line -2

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ PPP পদ্ধতিতে G2G ভিত্তিতে MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে প্রথম প্লাটফরম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তারিখ ২য় প্লাটফরম সভা এবং ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখ তৃতীয় প্লাটফরম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। এ রুটের Feasibility Study করার নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব Public Private Partnership (PPP) Authority বরাবর গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।

MRT MRT-2 এর সম্ভাব্য রুট এলাইনমেন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বসিলা - মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড - সাত মসজিদ রোড-ঝিগাতলা - ধানমন্ডি ২ নম্বর রোড - সাইন্স ল্যাবরেটরি - নিউ মার্কেট - নীলক্ষেত - আজিমপুর - পলাশী - শহীদ মিনার - ঢাকা মেডিকেল কলেজ - পুলিশ হেডকোয়ার্টার - গোলাপ শাহ মাজার - বঙ্গ ভবনের উত্তর পার্শ্বস্থ সড়ক - মতিঝিল - আরামবাগ - কমলাপুর - মুগদা - মান্ডা - ডেমড়া - চট্টগ্রাম রোড।

MRT Line-4

২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্রাকের নিচ বা পার্শ্ব দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ Underground MRT অথবা উড়াল মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ মার্চ ২০১৯ তারিখ জাপান সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তৃতীয় প্লাটফরম সভায় গত ১৫ জুন ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সহযোগিতা স্মারক এর আওতায় PPP পদ্ধতিতে G2G ভিত্তিতে MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত প্রস্তাব পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুসরণে গত ২৭ মে ২০১৯ তারিখ নির্ধারিত ফরমেটে প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।